ভিন্ জাতের রান্না বয়কট চলছে, মানলেন বিমানও

স্টাফ রিপোর্টার: অন্য ধর্ম বা জাতের লোকের হাতে রান্না করা মিড-ডে মিল বয়কটের অভিযোগ আসছে বলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু স্বীকার করলেন। বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে বিদ্যাসাগর মেলায় পড়ুয়াদের মধ্যে জাত আর ধর্মের বেড়া ভাঙতে যে-গণভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে তিনি বলেন, "কিছু ক্ষেত্রে ধর্ম ও জাতপাতের নামে মিড-ডে মিল বয়কট করার চেষ্টা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। সব জাত ও ধর্মের মানুষকে বসানো হবে গণভোজে। সেই সঙ্গে চলবে প্রচার-অভিযানও। শিশুমনে এই জাত আর ধর্মের বেড়া ভাঙতেই হবে।"

বাঁকুড়ার বীরভানপুরে বাগদিদের রান্না করা মিড-ডে মিল বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষজন। উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের রাজবল্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলিমদের রান্না করা মিড-ডে মিল খেতে আপত্তি তোলেন হিন্দুরা। দুই ক্ষেত্রেই গণভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

এ দিন ময়দানে গণভোজে সামিল হয় পুরুলিয়ার বিদ্যাসাগর আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরাও ছিল। বিমানবাবু জানান, এ দিনের গণভোজে ব্রাহ্মণ, বাগদি-সহ সব জাত এবং হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ-সহ সব ধর্মের মানুষকে সামিল করে করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাত-ধর্মের নামে বিভাজনের এই কর্মসূচি চলবে না। তাঁর মতে, "ছোট ছোট ঘটনা থেকে শিশুমনে বিরোধের বীজ বপন করা হয়। কিন্তু পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খেতে গিয়ে কেউ কি প্রশ্ন করে, কে রান্না করেছে? তাই অন্য জাতের রান্না করা খাবার না-খাওয়ার মানসিকতা ছাত্রাবস্থা থেকেই দুর করতে হবে।"

এ দিনের গণভোজের আয়োজন করেছিল বিদ্যাসাগর মেলা কমিটি।

21 DEC 2014 ANANDABAZAR PATRIKA

30 DEC 2004

ANADABAZAR PATRIKA

পবিত্রতার নামে বিভেদের বীজ বোনা চলছেই

'শিক্ষা', 'অধিকার', 'চেতনা', 'সম্প্রীতি' বাতাসে বেলুনের মতোই ওড়ে শুধু। 'স্বাধীনতা ও অধিকারের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা কোথায়? তা ছাড়া কি এই অর্ধ বা সিকি নাগরিকরা কোনও দিন নাগরিক হয়ে উঠতে পারবেন?' জাতপাতের সমস্যা নিহিত আছে সমাজমনের পরতে পরতে। লিখছেন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। *আজ তৃতীয় ও শেষ কিস্তি*

বীরভূমের মঙ্গলডিহি (পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত) গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষ জাত-ধর্ম-শিক্ষা মিশিয়ে যে-পাঁচিলটি খাড়া করেন, বর্ধমান ও বীরভূম দুটি জেলাতেই তা দুটি শিবির রচনা করে রেখেছে: ভদ্রলোক এবং ছোটলোক। মিড-ডে মিলের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভদ্রলোকদের মনোভাব এই রকম: 'ইস্কুল আর নেই, সব লঙ্গরখানা হয়ে গেছে'। 'মজুর', 'খাটালি', 'কামিন' ইত্যাদি শব্দের বদলে তাঁরা 'লেবার' শব্দটি ব্যবহার করেন। কখনও কখনও তার লেজুর হিসাবে 'ক্লাস' শব্দটিও জুড়ে দেন। এর মধ্যে কোনও তরফেই সূক্ষ্ম শ্রেণিচেতনা নেই, আছে ছোটলোক-ভদ্রলোক বিভাজনই।

কর্তব্য ও অধিকারের দ্বন্দ্বকে উঁচু জাতের মানুষ আড়ালে ঠেলে দিতে চাইলেও, ছুতোয়-নাতায় দ্বন্দ্বের পাশ-মুখটি বেরিয়েও পড়ে। যেমন, এ ধরনের কথা, "লোকের অভাবে খাটালি খাটতে হচ্ছে (লক্ষণীয়, এখানে 'লেবার' শব্দটি বসাবেন না); ছোট জাতের লোক, তার হাতেও খেতে হচ্ছে!" উঁচু জাতের দাপট, তার আধিপত্যে ভাঙন ধরলেও, আঁকড়ে থাকতে চাইছেন সেটাই। নিচু জাতের শ্রমজীবী মানুষের তো এই স্বাধীনতা থাকারই কথা যে, তিনি নিজে ঠিক করবেন কবে কোথায় খাটতে যাবেন। জন্মগত, জাতিগত কাজের বাধ্যবাধকতায় যে-দাসত্ব, তা না ভাঙতে পারলে ছোটলোকরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হবেন কী করে? অধিকারের বিস্তার কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই। ওইটিই স্বাধীনতার পথ। যদি মুচির ছেলে পুঁথি পড়ে পুরুত হতে চান, তাঁকেই বা ঠেকাতে যাব কেন? নজিরটি হয়তো কল্পনা, কিন্তু এমন কথা বলে দেখেছি, শিউরে উঠছেন সবাই। এমনকী, মুচির ছেলেও!

দুবরাজপুরের বালিজুড়ি গ্রামের দরিদ্র শ্রমজীবী সুকুমার বাগদি কী বলছেন, শুনুন— "আমরা হলুম নিচু পাঠ, বামুনরা সবচেয়ে উঁচু পাঠ (পাঠ বলতে ধাপ বা স্তর বোঝাচ্ছেন)। বামুন-বাগদিতে ঢের তফাত। বামুন যদি অশিক্ষিতও হয়, তার তাগত আছে। বামুন সেরা। দেবতার মতো লোক। ঠাকুর।" মানা ও মানতে বাধ্য হওয়া দুটোই যে সত্যি, সেটাও এক 'তাগত' শব্দটিকে আলগোছে বসিয়ে দিয়েই মধ্য-চল্লিশের সুকুমার জানিয়ে দিলেন।

এই তাগত কখনও কখনও কূটকচাল হয়েও দেখা দেয়। বালিজুড়ির রুইদাস তথা চামাররা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে এক প্রজন্মে নিজেদের ভোল পাল্টে ফেলতে পারলেন, অথচ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাগদিরা তা পারলেন না। প্রায় সত্তরের পূর্ণিমা বাগদি সেই না-পারার ফুটোটি মেলে ধরলেন, "এক হতে দিবে না। মানুষকে ওরা ভাল ভাবে তৈয়ার করতে চাইছিল, তো কেউ আইসছে না। উচ্চ বর্ণের মানুষেরা বোঝালেন, "ওরা কেরেস্তান, সব্বাইকে কেরেস্তান করে দেবে।" পারুল বাগদির মতে, "গরিব ছোটলোকেরা ছন্নছাড়া, একটা মাথা নাই যে এক করবেক।" লেখাপড়ার তেমন চল না থাকায়, এঁরা চলেন উচ্চ বর্ণের নেতৃত্বেই। সে নেতৃত্ব প্রচ্ছন্ন, গোপন হলেও ক্রিয়াশীল। ভোট বা পার্টির ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। দুটো আলাদা জীবন। ঘর ও বাহির। ঘর বলতে মনটাকেই বুঝতে হবে।

পারুল বাগদি। *ছবি: দয়াল সেন*

সাক্ষরতা, পোলিও-রোধ, মিড-ডে মিল প্রভৃতি কর্মসূচি প্রশাসনিক ব্যাপার হিসাবেই রয়ে গেল। সরকার কিছুটা সমাজমুখো হতে চাওয়া সত্ত্বেও মানুষের হৃদয়ে এ সব কতটুকু জায়গা পেল! প্রচার ও অনুষ্ঠান কিছু লজ্জ তৈরি করে দিয়েছে যার দরুন 'শিক্ষা', 'অধিকার', 'চেতনা', 'সম্প্রীতি' বাতাসে বেলুনের মতোই ওড়ে শুধু। স্বাধীনতা ও অধিকারের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা কোথায়? তা ছাড়া কি এই অর্ধ বা সিকি নাগরিকরা কোনও দিন নাগরিক হয়ে উঠতে পারবেন? ডোম-বাগদিপাড়ায় কি গণতন্ত্রের পতাকা উড়বে? এতদিনেও পারুলের চাওয়া নিজেদের কৌমের মধ্য থেকে স্বাভাবিক নেতার জন্ম আজও দূরস্থান কেন?

বালিজুড়ির দাসপাড়ায় অর্থাৎ চামারপাড়ায় কিন্তু আখ্যানটি নতুন ভাষায় নতুন ভাবে লিখিত হচ্ছে। দিনমজুর রূপক দাস সহজ বাংলা লেখা পড়তে এবং লিখতে শিখেছেন। চণ্ড দাস ছুত-অচ্ছুতে বিশ্বাস করেন না (কবিরের নাম পর্যন্ত শোনেননি, এ শিক্ষা তাঁর জীবনের)। বামুন, কায়েত, তাঁতি কর্মকার, সদগোপদের বাড়িতে কাজে লাগলে আলাদা কাপে চা দেয়, কাপটা ধুয়ে দিতে বলে। তাঁর 'আত্মসম্মানে লাগে'।

যুবতী চিন্তা দাস একটি পা টেনে চলেন। ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল। চিন্তার অবাক লাগে ভাবতে যে, কী করে গ্রামের উঁচু জাতের যাট ভাগ মানুষ এখনও ছুত-অচ্ছুত মানে। নিজেদের পাড়াটিতে রুইদাসরা নিজেদের বিচারে চলেন। স্বাধীন ভাবে বাঁচেন। কিন্তু পাড়াটি পেরোলেই ঘিরে ধরে শুচি আর অশুচি। উঁচু জাতের যে-সব গেরস্তবাড়ির লোক জীবিকাসূত্রে শহরে থাকেন, শুধু সেই সব বাড়িতে এ-নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। প্রবীণরা এবং মহিলারাই ষোলো আনা মানেন। চিন্তা স্পষ্টই বললেন, "লাল পার্টির বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত পুকুরে চান করতে গেলে সাবধানে চান করতে বলেন, যাতে আমাদের গায়ের ছিটা জল ওদের গায়ে না লাগে। আমরা এক পাশ দিয়ে চান করে উঠে আসি। না হলে দাঁড়িয়ে যাই, ওরা উঠে গেলে তবে চান করি"।

খগেন রুইদাস ছুত-অচ্ছুত সম্পর্কে তলিয়ে ভেবেছেন। তাঁর মতে, উচ্চ বর্ণের লোকেরা জাত-ধর্ম তুলে তো কথা বলবে না। তারা বলবে পরিচ্ছন্নতার কথা। তুলবে এঁটোকাঁটার কথা (মনু বলেছেন, 'উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপরহিত উচ্ছিষ্ট সুবর্ণপাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হয়')। বাসী কাপড় ছাড়া, মাথা ঘষা, তেল-সাবানের নিয়মিত ব্যবহারের কথাও হয়তো বলবে। খগেন জানেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে, মনের পক্ষে ভাল বই মন্দ নয়। "কিন্তু আমাদের তো সারাটা দিন কাজেই ফুরিয়ে যায়। সংসার চালানো, দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা আগে করব, না কি নাইতে ছুটব। এরই মধ্যে যতটা পারি সাফ-সুতরো থাকি। আর একটা কথা বলি, মনের ময়লা ময়লা নয়? গাঁয়ের ইস্কুলে যত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে, খোঁজ নিয়ে দেখুন গে তার পঁচাত্তর ভাগই চামার ঘরের।"

'অচ্ছুত' দাসপাড়ার মানুষ এটাও নজর করে দেখেছেন যে, উঁচু জাতের ঘরে ছেলেপিলে কম। দুটোর বেশি নেই বললেই চলে। নিঃশব্দ বিপ্লবের এই দাসপাড়াতেও গত পাঁচ-ছ' বছরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বেশ কঠোর ভাবেই মানা হচ্ছে। "কারও দুটো মেয়ে হলেও অপারেশন করিয়ে নিচ্ছে।" খগেন দাস মনে করেন, ব্যক্তি হিসাবে শুধু নয়, বাঁচতে হবে গোষ্ঠীর একজন হয়েই, জন্ম নিয়ন্ত্রণটাও বেড়েছে এই ঐক্যের ফলেই। "নিজের ভাল, ফেমিলির ভাল, পাড়ার ভালকে একটা মালায় গাঁথতে হবে" জানিয়েও কোথায় যেন অসহায় খগেন। সম্ভবত, পাড়ার বাইরে আর এক কদমও যাওয়া যাচ্ছে না বলে। দাসপাড়ায় একটাই জাত। কিন্তু পাড়ার বাইরে পা দিলেই সে ছোট হতে থাকে। 'নিজের শরীরটা লুকিয়ে, গুটিয়ে রাখাই কর্তব্য' এমন নির্দেশ তাকে পাঠাবেই কারও না কারও দৃষ্টি।

বালিজুড়ি গ্রাম থেকে ফেরার পথে বালিজুড়ি প্রাইমারি স্কুলের সামনে প্রমীলা বাউড়ির সঙ্গে দেখা হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসছেন, মুখে আপ্যায়নের উষ্ণ হাসি। এই স্কুলেও কি উঁচু জাতের লোক মিড-ডে মিল বয়কট করেছেন? প্রমীলা বললেন, "তা নয়। তবে বাউড়ি-বাগদি-ক্যাওড়া মেয়েরা রাঁধে বলে উঁচু জাতের বাচ্চারা খিচুড়ি খায় না। নিচু জাতের ছেলেপুলেরা পাত পেড়ে খায়।"

উঁচু জাতের প্রবীণ এবং মহিলারা শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও ছোঁয়াছুঁয়ি সূত্রে কচিকাচাদের মধ্যেও যে-বিভেদ বুনে চলেছেন, কোনও দিন তা যেন মহীরুহ না হয়ে ওঠে!

'Convented', almost a virgin...

Has modernity anything to do with the marriage market? NITIN JUGRAN BAHUGUNA on matrimonial advertisements and the great Indian marriage mall

WANTED, an Indian bride. Tall, slim, fair (as in complexion), convent-educated, a working woman, a homemaker and, above all, "homely". Others needn't apply.

A tall order? Not at all, if advertisements in the matrimonial columns of India's major dailies are anything to go by. These would have us believe in a superwoman, a formidable deity raring to take on the challenging and often conflicting roles of supermom, glamour-doll, a professional and a compassionate homemaker.

And, it is this very mythical being whom eligible bachelors and their parents in Indian society are increasingly seeking.

Indian marriages – arranged ones, that is – are undergoing a major transition, given the impact of modernisation on basic social values and institutions. Yet, even as modernity has promoted women's empowerment through education, legal reforms, political power and economic autonomy, gender discrimination is all too alive in the marriage market.

A new study looking at continuity and change in Indian marriage patterns over a period of 30 years offers interesting insights into the perceptions and aspirations of young men and women and their families within the institution of marriage. The study, entitled "Indian Marriages – Economic Independence & Changing Power Relations", analysed matrimonial adverts in the Delhi editions of two prominent English newspapers from 1967 to 1997. A randomly selected sample of 3,200 matrimonial adverts (1,600 inviting applications from potential brides and an equal number from grooms) was used for the study.

A significant change, the study reveals, is that the "pretty" and "virgin" bride sought after in the 1960s – remember the apocryphal tale about the advert that solicited grooms for an 'innocent divorcee, almost a virgin'? – has given way to a specific female ideal with an emphasis on physical attributes and earning capabilities. In the 1960s, while caste and family were important, the girl's "merits" were the prime concern. Beauty was perceived more in terms of talents (such as singing ability) rather than physical attributes; and "decent" marriages

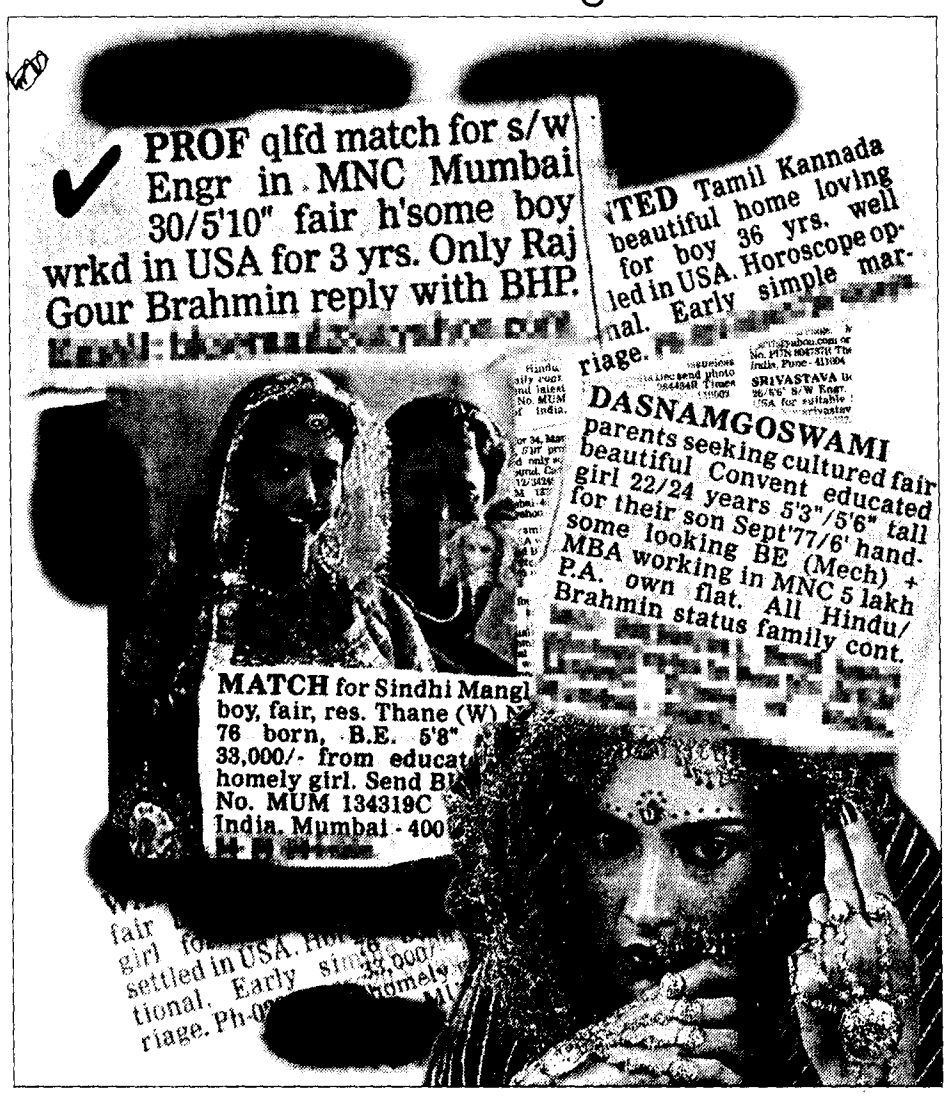

(implying dowry) were the norm, says Ranjana Kumari, the author of the study, and director of the Centre for Social Research, New Delhi.

While education and caste considerations retained importance in the 1970s, "convent educated" (a euphemism for "English-speaking" women, nowadays shortened to 'convented' to save paying for an extra word), and "smart" were words used in a fairly big way. Specific physical requirements such as height and "fairness" (light-coloured skin) were also mentioned in many adverts. The 1970s also marked the emergence of the working woman in the matrimonial advertisement.

The 1980s witnessed an increasing stridency of tone. Physical beauty – in terms of height and skin-colour – gained primacy, to the detriment of "accomplishments" or talents. Adjectives like "pretty" and "virgin" gave way to terms such as "tall and fair". Working women had come to stay, and income (the higher the better) became a virtue to be flaunted. During this decade, men, for their part, put great emphasis on their background, their family, and the part of the world they were settled in, or wanted to settle in. Adverts in the 1990s demanded the professionally qualified, physically perfect working woman who was certainly not "pretty", writes Ranjana Kumari.

Paradoxically, though, as the desire for the '90s woman grew, there was also a growing yearning for the "homely" daughter-in-law, chosen through a matching of horoscopes.

On the whole, physical attributes of the woman have been gaining importance throughout the period of the study, and are now considered parameters of "success" in the marriage market.

For both men and women, more emphasis was placed on professional degrees in the 1990s. And women were beginning to get specific about the kind of work their prospective husbands should be engaged in. Besides, in adverts for grooms, the requirement of an "only son" has shown a growing trend. This suggests a kind of protection for the bride from living with the pressures associated with the power structures of an extended family. Also, in today's urban context, the fact that the family inheritance is sure to accrue to one's husband is a definite motivation, points out the author.

As far as what is required of brides, the marriage mart's emphasis on caste, region and family have retained their importance throughout the timeframe of the study. Caste has also remained an important consideration for grooms.

In the face of decline of the joint family, what is demanded of the potential bride (and her family) has become increasingly specific, and blatantly so. This trend has definitely perpetuated gender discrimination and the advent of globalisation – wherein the markets are flooded with luxury items – has added to the woes of the bride's family which is expected to make generous gifts in the garb of dowry.

So, has anything really changed – in terms of people's perceptions and how women are viewed – in the Indian marriage market? There is no doubt that the motivation to acquire a bride who has the "right" physical attributes, can bring in money (whether through a job or a dowry), and generally promote consumerist bliss has intensified. On the other hand, despite the growing accent on education and professional qualifications (in adverts for women or men), the straight and narrow tunnel vision vis-a-vis the role of a woman and her, caste and family background remains unchanged. If anything, the burden of expectations – on women – is heavier still.

— *Women's Feature Service.*

THE STATESMAN 28 OCT 2004

যাত্রা বন্ধ করুন, আমাকে বাঁচতে দিন

স্টাফ রিপোর্টার, জামডোবা: মহড়া চলছে, পালার শেষ দৃশ্য এখন শুধু বাকি।

বক্তা: এক যাত্রাপালার প্রযোজক। স্থান: কলকাতা। যাত্রাপালার বিষয়: ধনঞ্জয়ের ফাঁসি।

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার জামডোবায় ধনঞ্জয়ের স্ত্রী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এই সব পালা বন্ধ না-হলে নিজেকে শেষ করে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় থাকবে না।

দিন কয়েক আগে বাঁকুড়ার রাস্তায় পূর্ণিমা এমনই এক পালার প্রচার-গাড়ির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাইবোনেরা জানান, বাড়ি ফিরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর পর থেকে তিনি একেবারেই চুপচাপ হয়ে গিয়েছেন। ধনঞ্জয়ের আদলে অসুরের মূর্তি গড়া, পুজোর আলোকসজ্জায় তাঁর ফাঁসি দেখানোর প্রস্তুতির খবর এর আগেই তাঁকে অশান্ত করে তুলেছিল। বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীকে টেলিফোনে তিনি সে কথা জানিয়েওছিলেন।

যাত্রাপালার প্রযোজকেরা অবশ্য পূর্ণিমার অশান্ত হয়ে পড়ার কারণ বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজেদের স্বপক্ষে তাঁদের জোরালো সব যুক্তি রয়েছে।

মঞ্জরী অপেরা: "এর আগে পালায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেখানো হয়েছে। ধনঞ্জয়ে আপত্তি কেন?" নিউ দিগ্বিজয় অপেরা: "বিপথগামী মানুষকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে এই পালা।" নাট্য নিকেতন: "দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে এই পালা করছি।" বাঁকুড়ার এক পরিবেশক পার্থ লোধের কথায়, "পালা দেখার জন্য লোকে মুখিয়ে আছে। তবে প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করলে, কী হবে জানি না।"

পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সিংহ।

তখনও হয়তো তিনি জানেন না, বাঁকুড়ার প্রশাসন জেলায় ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে যাত্রাভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বনাথ বসুর কাছে পূর্ণিমা ওই সব যাত্রা বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, "ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে যাত্রাপালাকে প্রশাসন কুরুচিকর হিসাবে দেখছে। তাঁদের এলাকায় যাতে এ সব যাত্রা না-হয়, মহকুমাশাসক এবং বি ডি ও-দের সে দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।"

স্বামীকে নিয়ে এক টানা ১৪ বছর ধরে টানাপোড়েনের অবসান হয়েছে গত ১৪ অগস্ট। হেতাল পারেখকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে ওই দিন ভোরে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়ে যায়। সেই দিন থেকেই তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। পূর্ণিমার ভাই ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় বলেন, "তার পরে অনেক বুঝিয়ে দিদির মধ্যে বাঁচার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলাম। ক'দিন ঘরের বাইরেও বার হচ্ছিল। কিন্তু সেই বেরোতে গিয়েই গণ্ডগোল হয়ে গেল।" যাত্রার প্রচার-গাড়ির সামনে পূর্ণিমার পড়ে যাওয়ার কথা মনে করে বোন শ্যামলীও সেই একই আক্ষেপ করেন। তাঁর বাবা, অনিল মুখোপাধ্যায় প্রায় ডুকরে ওঠেন, "মেয়েটাকে ওরা আর বাঁচতে দেবে না।"

স্থানীয় সমাজসেবী সমীর গোস্বামী বলেন, "জামডোবা-রাঙামাটির মানষের আবেদন, এই সব যাত্রা বন্ধ করুন।" পূর্ণিমার আবেদন অধীরবাবু আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্যামল সেনের কাছেও এই সব 'ধ্বংসাত্মক খেলা' বন্ধ করার আবেদন গিয়েছে। জামডোবায় বাপের বাড়ির উঠোনে বসে পূর্ণিমা বলেন, "এই সব যাত্রার প্রচার আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছে। ওই মৃত লোকটি আমার স্বামী। তাঁকে নিয়ে ব্যবসা করা মেনে নিতে পারছি না।"

ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পরে ফাঁসি-খেলা খেলতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নাবালকের প্রাণ গিয়েছে। পূর্ণিমা মনে করেন, ধনঞ্জয়কে নিয়ে যাত্রা হলে এই ভাবে অকাল মৃত্যু হবে আরও অনেকের। তিনি বলেন, "ওঁর স্মৃতিকে বিকৃত ভাবে খুঁচিয়ে তুললে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। দোহাই আপনাদের, আমাকে বাঁচতে দিন।"

ধনঞ্জয়ের আদলে অসুরের মূর্তি, ফাঁসি নিয়ে আলোকসজ্জা অথবা ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিককে দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করানোকে 'কুরুচিকর' বলে বর্ণনা করে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু আগেই সে সব বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। পূর্ণিমার এ দিনের কথার প্রসঙ্গে তিনি জানান, কাগজে দেখে তবেই এ ব্যাপারে তাঁর মতামত দেবেন।

ANADABAZAR PATRIKA 29 P 2004

আবার 'ফাঁসি খেলা', বর্ধমানে মৃত বালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: 'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' খেলা ফের কাড়ল এক বালিকার প্রাণ। এ বার বর্ধমানের উপকণ্ঠে তেজগঞ্জে।

বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমান থানার তেজগঞ্জ ক্যানাল পাড় এলাকায় ভাইকে ফাঁসি দেখাতে গিয়ে মারা গিয়েছে ১১ বছরের একটি মেয়ে। তার নাম সরস্বতী দাস। নিজেদের তালপাতার ঘরের চালের বাঁশে গায়ে দেওয়ার চাদরের ফাঁসে আটকে মৃত্যু হয় চতুর্থ শ্রেণির ওই ছাত্রীর। চোখের সামনে দিদির গলায় ফাঁস আটকে যেতে দেখে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার ভাই অজয়। তীব্র জ্বর গায়ে বাড়িতে শুয়ে সে প্রলাপ বকছে।

শুক্রবার বিকেলে সরস্বতীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে ক্রমাগত ভুল বকছে অজয়। বলছে, "দিদি, ফাঁসটা খোল। তুই মরে যাবি!" বাড়ির চারপাশে ভিড় করে থাকা প্রতিবেশীরা জানান, বেশ কয়েক দিন ধরেই অজয় ও তার বন্ধুদের আলোচনার বিষয় ছিল 'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি'। বৃহস্পতিবার সকালে সরস্বতী ভাই অজয়কে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলে, "ওরা দেখার আগেই তুই দেখে নে, ধনঞ্জয়ের ফাঁসিটা কী ভাবে হয়েছিল।" এর পরের ঘটনাটা অজানা। কারণ সে সময় কেউ বাড়িতে ছিলেন না। আর একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী অজয় তখন তা বলার অবস্থায় নেই।

সরস্বতীর বাবা চন্দন দাস রিকশা চালান। মা আলপনাদেবী বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। তাই সকাল হতে না-হতেই তাঁদের বাড়ির বাইরে কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। বৃহস্পতিবারেও তাই হয়েছিল। বাড়িতে ছিল কেবল ভাইবোনই। শুক্রবার রাতে সরস্বতীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তার কাকা রতনবাবু বলেন, "আমরা ওদের বাড়ির পাশেই থাকি। কিন্তু জনমজুর খাটতে সকাল হলেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে পড়ি। ফিরতে ফিরতে দুপুর ১২টা। তাই ঘটনার সময়ে আমরা কেউই ছিলাম না। থাকলে হয়ত এত বড় বিপদ ঘটত না।"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দিদিকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে অজয় ভয়ে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। ফলে, বেলা ১টার আগে ঝুলন্ত সরস্বতীকে কেউই দেখতে পায়নি। বাড়ি ফিরে তার মা আলপনাদেবীই প্রথম তাকে দেখতে পান। ততক্ষণে ছোট্ট সরস্বতী মারা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওই মহিলা বলেন, "চার বাড়িতে কাজ করে দুপুর ১২টা নাগাদ ফিরি। তার পরে কয়লার গুঁড়োর গুল দিয়ে দামোদরে যাই চান করতে। ঠাকুরকে ফুল-জল দিতে ঘরে ঢুকেই দেখি মেয়ে আমার চাদরের ফাঁসে আটকে ঝুলছে।" প্রতিবেশী শঙ্কর সরকার বলেন, "কী করে যে ঘটে গেল, প্রথমে বুঝতেই পারিনি। পরে, ছোটরাই বলল, ওদের ফাঁসি কেলার মতলবের কথা। সরস্বতী সকলের আগে খেলাটা কেলে ফেলল!"

এলাকার লোকজন জানান, ধনঞ্জয়ের ফাঁসির খবর টিভিতে দেখতে তাঁরা অন্য পাড়ায় এক জনের বাড়িতে দল বেঁধে যেতেন। ফিরে এসে সকাল-বিকাল তাই নিয়েই আলোচনায় মেতে থাকতেন। তার জেরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে এমন প্রভাব পড়বে, তা কেউই বুঝতে পারেননি। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চন্দনবাবু তখন বলছেন, "পাড়ার আর কাউকে তোরা টিভি দেখতে দিস না রে, টিভি না-দেখলে আমার মেয়েটা এই ভাবে মরে যেত না।"

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি খেলা খেলতে গিয়ে এর আগে বর্ধমান জেলা পুলিশ লাইনের ভিতরে কিংবা আউশগ্রামের নওদা গ্রামে মৃত্যু হতে পারত আরও দুই কিশোরের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেউ না কেউ দেখে ফেলায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। জেলার পুলিশ সুপার সব থানা ও ফাঁড়িতে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, কোথাও যেন ফাঁসি খেলা না হয়। এমনকী, বর্ধমানের এক গ্রামে মানুষ ঝুলনের মঞ্চেও 'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' দেখানো হওয়ার খবর পেয়ে তা গিয়ে বন্ধ করে পুলিশ। তারপরেই জেলার পুলিশ সুপার নির্দেশ দেন, সমস্ত থানা যেন তাদের এলাকায় এ নিয়ে সতর্কতা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠেকানো গেল না সরস্বতীর মৃত্যু।

ANADABAZAR PATRIKA 25 SEP 2001

যাত্রাপাড়া ধনঞ্জয়ময়

মঞ্চে উড়বে বিমান, চলবে রেল!

সমীরকুমার ঘোষ: ঝিমিয়ে-পড়া যাত্রাপাড়াকে চাঙ্গা করে দিয়েছে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি। ছোট-বড় মিলিয়ে সাত-আটটা দলের পালা 'ধনঞ্জয়' নিয়েই। প্রশাসন এই পালা করতে দেবে না— এমন খবরে যাত্রাদল এবং নায়েকরা বেশ ধন্দে ছিলেন। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, আপত্তিকর কিছু না থাকলে পালা বন্ধ করার প্রশ্নই নেই। শুধু পাণ্ডুলিপি তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।নিউ দিগ্বিজয় অপেরার কার্তিক সামন্ত জানালেন, তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগের চিঠি পেয়েছি। পুরো পালা হলেই পাঠিয়ে দেব। বিচারালয়, রাষ্ট্রপতির অবমাননা যেন না হয়, সেদিকে নজর পালাকার অসীম মুখার্জির। তাই এঁদের 'ফাঁসির মঞ্চে ধনঞ্জয়' পালায় সাংসারিক ধনঞ্জয়, তার বাড়ির পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণের মতো অপরাধ রোধের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। মহড়া শুরুর মুখে। নিউ দিগ্বিজয় চমক হিসাবে মঞ্চে আনবে হেতালের স্কুলবাস, পুলিস ভ্যান। এমনকি রেলগাড়ি এবং এরোপ্লেনও দেখাবে তারা। থাকবে পূর্ণাঙ্গ আদালত কক্ষ, ধনঞ্জয়ের বাড়ি। মঞ্চের পেছনে থাকবে আরও তিনটি মঞ্চ। ইতিমধ্যেই ৩০-৩৫টা বায়না হয়ে গেছে। নাট্যনিকেতন দলের কর্তা মানিক সাহা জানালেন, সফল চলচ্চিত্র পরিচালক অঞ্জন চৌধুরির ভাবনাকে পালায় রূপ দিচ্ছেন তাঁর জামাই অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়। অশোকবাবু পেশায় আইনজীবী, তাই সবদিক বাঁচিয়েই পালা লিখছেন। এতে আই বি অফিসারের ভূমিকায় থাকবেন অঞ্জন-কন্যা রীনা চৌধুরি। যাত্রামঞ্চ নামাচ্ছে 'আদালতের বিচারে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি'। পালাকার অশোক দে। সংস্থার পক্ষে দেবু দেব ও মদন সেন জানালেন: 'ধনঞ্জয়কে নায়ক নয়। হেয় করছি না প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থাকেও। দর্শকরা মূলত গ্রামের, তাই জোর দেওয়া হচ্ছে গ্রামের ঘটনার ওপর।' সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জি, তাপস কুমার, জয়শ্রী রায় প্রমুখ অভিনয় করছেন বিভিন্ন চরিত্রে। ধনঞ্জয় হবেন অমিত সিংহরায়। ইতিমধ্যেই ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নায়েকদের কাছ থেকে। মঞ্জুরী অপেরার গৌতম চক্রবর্তী জানালেন, যে কোনও বড় ঘটনা ঘটলেই তা নিয়ে আমরা পালা করে থাকি। তাই ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পর থেকেই প্রচুর ফোন আসতে থাকে। মাঝে দোলাচল ছিল। এখন প্রশাসনিক আশ্বাস পেয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁরা ধনঞ্জয়ের মতো অপরাধীর ফাঁসির পক্ষে, পালায় ধনঞ্জয়কে নায়ক বানানোর চেষ্টা করছেন না, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি ষোলোআনা সমর্থন জানাচ্ছেন, তাই তিনি নিশ্চিত তাঁদের পালা 'ফাঁসি হয়ে গেল ধনঞ্জয়ের' কোনওভাবেই আটকানো হবে না। মহড়া শেষের মুখে। ১০-১২ আশ্বিনের মধ্যেই পালা নেমে যাবে। রাখাল সিংহ করছেন নাটা মল্লিকের চরিত্র। সাংবাদিকের চরিত্রে থাকবেন অরুণ মুখার্জি, ধনঞ্জয়ের স্ত্রী পূর্ণিমা হবেন চন্দ্রাণী মুখার্জি। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির দৃশ্য দেখাতে চায় সব দলই। কিন্তু ছোটদের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে পালাই বন্ধ করে দিচ্ছে আনন্দযাত্রা অপেরা। দেবু হাজরা জানালেন, তাঁরা এক চিঠিতে তথ্য-সংস্কৃতি সচিবকে জানিয়ে দিয়েছেন সেকথা। যাত্রাপাড়ার কয়েকজন জানালেন, বায়নার যে সংখ্যা দেখানো হচ্ছে প্রকৃত বায়না তার থেকে অনেক বেশি। ফলে ধনঞ্জয়-পালা যে সুপারহিট হবে সে ব্যাপারে যাত্রামোদীরা নিশ্চিত থাকতেই পারেন।

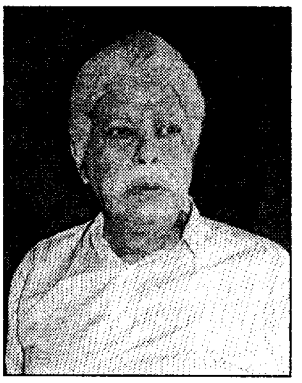

নাটা মল্লিকের চরিত্রে রাখাল সিংহ।

AAJKAL 18 SEP 2004

Dhananjoy enters Bengal folklore

Pratik Ghosh
Kolkata, September 3

DHANANJOY CHATTERJEE may be dead and gone. But he will live on in public memory for a while, thanks to popular entertainment.

Dhananjoy's crime and hanging have given Bengal's struggling folk theatre (jatra) a new lease of life. And it's no stark rural affair as four groups have pumped in lakhs of rupees for their productions.

Digbijoyee Opera will construct four stages to enact Phansir Manche Dhananjoy (Dhananjoy at the Gallows). There will be an aeroplane, an elevator, a jeep and a bus made of plywood to make it a grand spectacle. "It's worth it," feels director Sukumar Tung. He has 70 shows lined up and offers are still pouring in.

The Anandajatra group is yet to reveal its plans, but its production is also titled Phansir Manche Dhananjoy. "The script is almost ready and we are planning to start our rehearsals soon," says producer Dilip Das.

Das, like others, is rechecking facts to avoid controversy. "There have been strict instructions from the police to be careful while referring to the government, the judiciary and the President," he says.

AFP

COMMERCIAL TWIST: A man walks past billboards advertising plays based on Dhananjoy's hanging in Kolkata.

Natyaniketan has employed a lawyer, Ashok Nath Mukhopadhyay, to oversee the script, which is being written by Bengali filmmaker Anjan Chowdhury. "Mukhopadhyay's father had fought for Dhananjoy in the high court," says producer Manik Lal Saha. Though rehearsals are yet to begin, Niketan's posters are vouching for a sensational recreation of the hanging. "We are using a dummy," says Saha.

Not just Dhananjoy, even hangman Nata Mullick is hogging the limelight. "After all when it is a phansi (hanging), one has to give due importance to Mullick," feels Saha.

While most theatre outfits are against sensationalising the case, almost all the groups have travelled to Kuldi, Dhananjoy's ancestral village, to gather information about him and his family.

Hanging game claims another life

SOMNATH DAS Bairagyo was yet another boy to die in the state while trying to enact the hanging of Dhananjoy Chatterjee. The ten-year-old from Jubutia village in the Nanoor Police Station area of Birbhum district was found dead at around 3.30 pm today.

In a statement to the police, Shyam Sunder Das Bairagyo, Somnath's elder brother, said, "After the hanging of Dhananjoy Chatterjee, Somnath kept trying to enact the scene despite being warned not to do so." He said Somnath had again raised the topic of Dhananjay's hanging on Friday but no one paid any attention. Members of the family went to work leaving Somnath, his mother and two elder sisters at home.

"My mother and sisters were asleep. When they woke up they found to their horror Somnath hanging from a nearby tree," Shyam Sundar told the police.

HTC, Birbhum

THE HINDUSTAN TIMES 4 SEP 2004

এ কী আনন্দ

এ ছবি হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, মনে হতেই পারে ‘বেস্ট হাউস’ হওয়ার জন্য বুঝি কিশোরীরা সুখী, অথবা এ আলোকিত উন্মাদনা খেলার মাঠে জয়লাভের জন্য! যে সমাজে কিশোরীরা অপরাধীর প্রাণদণ্ডের খবরে এমন প্রতিক্রিয়া দেখায় সে সমাজের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। লিখছেন বিশ্বজিৎ রায়

সেই কবে বিষণ্ণ শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রসন্ন উচ্চারণে লিখেছিলেন ভালবাসার কথা। তেলের দরের আর খবরের কাগজের হিসেব মুলতুবি রেখে কবি ভালবেসে অসুখ সারাতে বলেছিলেন। আমরা পারিনি, শুধু যে পারিনি তাই নয় আমাদের সন্ততিরাও যাতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকা করেছি ক্রমাগত। নইলে কেন ধনঞ্জয়ের ফাঁসির খবরে অনাবিল উল্লাসে মেতে উঠবে হেতাল পারেখের বিগত স্কুলের বর্তমান ছাত্রীবৃন্দ! না ধনঞ্জয়ের হনন ক্রিয়ার নৃশংসতা নিয়ে, ধর্ষণের কদর্যতা নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই। কিন্তু তার ফাঁসির হুকুম শোনামাত্র একদল কিশোরী যদি আনন্দময় উত্তেজনায় আঙুল তুলে জয়চিহ্ন দেখায় তা হলে তো বলতেই হবে মানবতা বড় বিষাদে আছে।

ফাঁসিটা হচ্ছে, এই সংবাদ শুনে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে, স্বস্তি পেতে পারে, কিন্তু এমন অনাবিল উল্লাস? সংবাদপত্রের পাতায় শুধু ওই ছবি যাঁরা দেখেছেন তলার খবরটুকু পড়েননি তাঁদের মনে হতেই পারে ‘বেস্ট হাউস’ হওয়ার জন্য বুঝি কিশোরীরা সুখী, অথবা এ আলোকিত উন্মাদনা শুধু খেলার মাঠে জয়লাভের জন্য!

যে সমাজে কিশোরীরা অপরাধীর প্রাণদণ্ডের খবরে খেলায় জয়লাভের সমান উপভোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখায় সে সমাজের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রতিহিংসার নিহিত চাপে জেগে ওঠা এ আনন্দের মৌতাত বড় ভয়ঙ্কর।

জানি এ পর্যন্ত পড়ে অনেকে প্রতিযুক্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করবেন। ‘নৈবেদ্য’র চেনা পংক্তিমালা স্মরণ করিয়ে দেবেন, ‘ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,/হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা/তোমার আদেশে।’ রবীন্দ্র পংক্তির এমন অপব্যবহার আর হয় না। ফাঁসি-বিরোধীরা কেউ ধনঞ্জয়কে ক্ষমা করতে বলেননি, মৃত্যুদণ্ডের বদলে অন্য কোনও শাস্তি প্রদানের আবেদন করেছিলেন মাত্র। তাঁদের এই আবেদনের মধ্যে ক্ষীণতম দুর্বলতাও ছিল না। বরং যে শাস্তির মধ্যে প্রতিহংসার আস্ফালন, ধর্ষকামী মানসিকতার প্রকাশ তার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু কখন যে ন্যায় বিচারের রুদ্র তেজ প্রতিহিংসার উত্তপ্ত নেশায় রূপান্তরিত হয়ে গেল!

আর ওই কিশোরীদের আনন্দবুঁদ দশা দেখে মনে পড়ে গেল শৈশবের পড়া রূপকথা। সেই রূপকথার মধ্যে তো শুধু কল্পনার উড়ান ছিল না, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর প্রসন্ন উপস্থিতি মাত্র ছিল না রাক্ষস-রাক্ষসীর হত্যাকাহিনিও ছিল। রাজপুত্র, রাক্ষসরানির প্রাণভোমরা গোপন কৌটো খুলে বের করতেন। আর তারপর একে একে কেটে ফেলতেন তার ডানা, পা, শুঁড় ও মুণ্ডু। এই নিধন পদ্ধতি তো রূপকথার গল্পের যুক্তি অনুসারে ন্যায়ের জয়ের সূচক। যে রাক্ষসী রাজার সুখের রাজ্য ধ্বংস করেছে তার নিধনেই তো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তো যে কোনও রকম ভাবে সংহার করলেই হতে পারত। সরাসরি ভ্রমরের মুণ্ডু কাটলেই তো মারা যেত রাক্ষসরানি। কিন্তু তা হলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে কেমন করে? তাই প্রাণভোমরার ডানা কাটতেই খসে পড়ল রাক্ষসীর হাত, পা কাটতেই চ্যুত হল তার পা। আর সেই হাত-পা-বিহীন ভয়ঙ্করী যখন মাটিতে পড়ে ছটফট করে এগিয়ে আসছিল তখনই কেটে ফেলা হল প্রাণভোমরার মুণ্ডু, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিন্নমস্তা শরীর থেকে ফোয়ারার মতো ঠিকরে উঠল বিষ রক্ত।

এই যে জিইয়ে জিইয়ে মারা, এতেই তো সাদা-কালো রূপকথায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। হেতালের এক সহপাঠিনী তো ফাঁসির থেকেও আরও কষ্টকর কোনও মরণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন ধনঞ্জয়ের জন্য। সেই রূপকথার অতীত জগত থেকেই তো ন্যায় প্রতিষ্ঠা মানে শুধু অন্যায়ের সংহার নয়, আত্মতৃপ্তি লাভও বটে।

রূপকথার গল্পগাছা যে যুগে গড়ে উঠেছিল সে যুগে এই রকম শোণিতময় প্রতিহিংসা গ্রহণে নানা কৌম ছিল পারঙ্গম। আজ কিন্তু এ রাজ্যে প্রকাশ্যে ছাগল কাটলে সভ্য পুরসভা নোটিস ঝোলায়। আড়াই প্যাঁচে মুরগি জবাই করলে কথা ওঠে। অথচ বিগত চোদ্দো বছরে ফাঁসি হবে ও হবে না, এই টালবাহানায় ধনঞ্জয়কে নিয়ে যে খেলা চলল তা নিয়ে কথা বললে নাকি অন্যায়কে সমর্থন করা হয়! যে বিচারপতি ফাঁসির প্রথম আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সেই ন্যায়বিচারের হুকুমনামায় বোধকরি এটা লেখা ছিল না যে, ফাঁসি হবে কি হবে না তার দোলাচলে ধনঞ্জয়কে ইচ্ছে মতো দোলানো যাবে। এ যেন এক আশ্চর্য গিলোটিন। গিলোটিনে দণ্ডিতেরা জানবেন না যে ঠিক কোন মুহূর্তে তাঁদের শিরোভাগ বিভক্ত করে দেবে ন্যায়ের খড়্গ। মরণ-মাচায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে তাঁরা আন্দোলিত হবেন আছি ও নেই-এর আতঙ্কে। এই আতঙ্কই ধনঞ্জয়ও ভোগ করেছে, কোনও হুকুমনামা ছাড়াই।

তার প্রাণভোমরাকে নিয়ে কাটছি ও কাটছি না-র যে খেলা জমে উঠেছিল তা এ বার সাঙ্গ হল। আর আমরা বড়রা তো সকলেই খুশি! কারণ ছোটদের জীবনে ন্যায়পরায়ণ অনাবিল রূপকথাকেই তো আমরা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি।

তবু শেষ পর্যন্ত রূপকথার সেই রাক্ষসের মতোই হয়তো ধনঞ্জয় সংহারপর্ব শেষ হবে। তার প্রাণভোমরাকে নিয়ে কাটছি ও কাটছি না-র যে খেলা জমে উঠেছিল তা এ বার সাঙ্গ হল। আর আমরা বড়রা তো সকলেই খুশি! কারণ ছোটদের জীবনে ন্যায়পরায়ণ অনাবিল রূপকথাকেই তো আমরা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। ওই যে কিশোরীরা ধনঞ্জয়ের প্রাণদণ্ডে প্রাণোচ্ছল, জয়চিহ্নে উদ্বেল তারা তো আসলে শেষ পর্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ এক রূপকথারই অন্তর্গত হয়ে উঠল। কে বলে রূপকথার মৃত্যু হয়েছে!

SATURDAY 29 MAY 2004 VOL. XXII NO. 323

AN ANGRY MAN

Even the most irrational fit of rage has its logic and context. A complicated set of factors came together when Mr Montaj Sheikh, a villager in Bengal's Murshidabad district, pronounced *talaaq* — not thrice, but seven times — on his wife for allowing a health-worker to feed their child his polio drops. Benighted prejudice against the polio vaccine has long been a problem in some areas of rural West Bengal. Parents continue to believe that the vaccine would maim their children, or make them sterile. *Panchayats*, health-workers and *imams* have taken this up, with varying degrees of will and success, as an awareness-raising effort. But a consideration of Mr Sheikh's "explanation" of his own action, however wrong-headed, takes the problem beyond mere ignorance or bad temper.

> What made a man pronounce *talaaq* on his wife for allowing their child to be given the polio vaccine?

For villagers like Mr Sheikh, polio time is one of those rare occasions when they get to confront someone whom they can take to be a representative of the "government". So the health-worker becomes a symbolic adversary embodying everything that the government has done to, and not done for, the villagers. An entire history of deprivation and disempowerment opens up behind the health-worker's visit. Mr Sheikh told reporters that he had been allotted a piece of land by the government, but is yet to receive the *patta*. So he works as a farm labourer and also sells fish caught from the river nearby. A year ago, the oldest of his nine children had also given his wife the talaaq. The wife then filed a case against his son. So the police came to Mr Sheikh's house in his absence and arrested two of his daughters. He also explained that his name is yet to appear in the below-poverty-line list, denying him his bit of PDS rice. Many others in his village have not managed to get their BPL cards. Hence, boycotting the "government's" polio programme becomes a form of political protest, however garbled or self-destructive its logic may be. Some villagers in Purulia have kept their children away from the vaccine because the government has not sunk enough tube-wells in the village. Food or water, by this logic, is more important for their "development" than two drops of vaccine.

The fact remains, however, that the worst brunt of this "protest" has to be borne by the women and the children. (A very similar incident had occurred last June in South 24-Parganas.) Mr Sheikh's sense of his own political powerlessness was taken out on his wife through the abuse of the only kind of power he has instant access to. The inequities of patriarchy create the perfect scapegoat for all the perceived wrongs of the system. In all this, then, his wife's disempowerment is twofold, political as well as sexual, and very much part of the order of things that nourishes Mr Sheikh's rage. She had held the month-old baby when her husband was shooing the health-worker off, and furtively allowed him to feed the vaccine. She knew that it was good for her child. It was another woman in the village who later told Mr Sheikh that his wife had allowed a man "who was not her husband" to feed the child. And then his anger erupted. An indifferent government and an errant woman suddenly became one and the same thing for him — and both had to be put in their places.

THE TELEGRAPH 29 MAY 2004

THE HINDUSTAN TIMES

29 APR 2004

Class IV girl plays out abduction fantasy

Rahul Das
Kolkata, April 28

IT HAD all the dimension of a full-scale hostage situation — with all the elements of ghost calls, ransom demands and frantic line-tapping by harassed policemen. Only, the players turned out to be kids — both students of class IV of the same city school – and the damage was limited to sleepless nights and a lot of embarrassment for two sets of working parents.

It all began when the elder sister of little Debashree Pal (name changed) of Jadavpur received two mysterious calls in as many days from someone with a girlish voice, demanding a ransom of Rs 1 lakh.

When Debashree had returned from school without her schoolbag a week before, her parents, both bank employees, scolded the kid but suspected nothing more than a hyperactive child's absent-mindedness. A phone call, however, made all the difference.

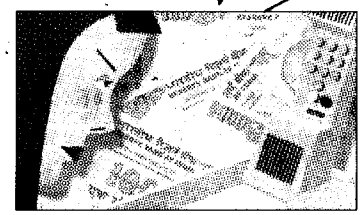

"Just as her schoolbag got lost last week, Debashree too will go missing unless you cough up Rs 1 lakh," a faint voice on the phone told Debashree's sister. Her parents, both of them doctors, with long hours to work away from home, immediately lodged a complaint with the Jadavpur police. Anticipating more calls, the police tapped the line to Debashree's home. As it turned out, the girl's would-be abductor called again — from a Baguihati number. The police were taken aback when the tracked call led them to another 10-year-old girl, one of Debashree's classmates.

"We are trying to find out why she made these calls," an officer of the Beniapukur police station said. "We are surprised. It may be just an over-doze of television. But we have decided to be hundred per cent sure that the child was not after easy money. Both kids' parents were called to the police station, but since the offender was a mere 10-year old, we did not start a case," he added.

Beniapukur OC Utpal Bhattacharjee refused to comment, but DC, Eastern Suburban Division, Ranvir Kumar, said that the matter had been sorted out between the two sets of parents.

But *HT* thought it to be a serious case from the socio-psychological point of view and approached some experts.. Child psychologist Amit Mukherjee said, "It's probably a case of too much TV and too little human warmth". Psychiatrist Dr Dhiren Nandy feels " It may have been a case of two lonely children getting together to punish their parents". Another expert said, "Dr Nandy is probably right. Since both children are girls, I don't think they were after money."

THE HINDU

JAN 2004

Dalits barred entry into temple

By Mohammed Iqbal

JAIPUR, JAN. 13. Activists participating in a national Dalit Swadhikar rally that crossed Rajasthan the other day were denied entry into the famous Shrinath temple in Nathdwara, despite a 15-year-old judgment of the Rajasthan High Court directing the State Government to ensure unhindered access for Dalits to the temple.

The rally, organised by the National Campaign on Dalit Human Rights, started from four different locations in the country last month and would culminate in Mumbai on January 15 at the World Social Forum venue. The northern segment, starting from New Delhi, arrived in Nathdwara after covering 16 districts in Rajasthan on January 2, when the participants tried to enter the Shrinath temple for worship.

The convener of the Centre for Dalit Human Rights, P.L. Mimroth, who accompanied the rallyists, told reporters here today that hundreds of people assembled in the town and stopped the rally -- comprising 35 Dalit activists -- about 2 km from the temple and used abusive and threatening language against them. The crowd comprised local residents belonging to the so-called upper castes and was determined not to allow Dalits into the temple, considered the second richest in the country. Though the rallyists could have visited the temple without being noticed, the people recognised their caste status after spotting a local Dalit, Kishan Lal, among them.

"They were the normal next door people whom we regularly meet in our daily life. But when it came to the temple, they were adamant on not allowing us inside so as to protect the sanctity of their religion," Mr. Mimroth said, adding that Dalits had always been exploited for selfish interests of upper castes but never treated equally.

The people of Nathdwara town especially took exception to the clothes and ribbons worn by the rallyists displaying slogans demanding equality for Dalits. Ironically, the rallyists had informed the local police authorities beforehand about the march and a police escort was provided to them. But when the policemen saw hundreds of people collecting on the road, they did nothing to disperse the mob and expressed their inability to help the rally go ahead for want of adequate force.

The Dalits, while avoiding any confrontation, abandoned the idea of worshipping inside the temple and left the place after a brief verbal duel with the crowd.

A similar situation had arisen in 1988 when the Arya Samaj leader, Swami Agnivesh, wanted to lead a batch of Dalits inside the Nathdwara temple on Mahatma Gandhi's birth anniversary and approached the Rajasthan High Court with a plea to direct the State Government to ensure that entry was not denied to them by imposing any discriminatory conditions.

The High Court held that denying the Dalits entry into the temple or putting any conditions on them was in violation of Article 17 of the Constitution prohibiting untouchability in any form and directed the State Government to permit every devotee, including Dalits, to enter the temple in accordance with the general practice of entry applicable to all.

Mr. Mimroth regretted that nothing had changed during the past 15 years and the next generation of upper castes had inherited the same anti-Dalit mind-set.

He said the denial of entry to the Dalit rallyists was not an isolated incident and the local Dalits too were unable to enter the temple, not just in Nathdwara but in other important places of Hindu worship elsewhere as well.

The Centre for Dalit Human Rights has sent memoranda to the Chief Minister, Vasundhara Raje, and the chairpersons of the National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Castes and Tribes and the State Human Rights Commission, urging them to take appropriate measures to facilitate entry of Dalits into the Shrinath temple and strict enforcement of Article 17 of the Constitution.